بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

"এখন আকাশের নীচে কেবল একমাত্র নবী এবং একটিই পুস্তক আছে অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) যিনি সকল নবীদের মাঝে মাহাত্ম্যপূর্ণ এবং সর্বোৎকৃষ্ট এবং সকল রসূলদের মাঝে উত্তম ও সম্পূর্ণ এবং নবীগণের মোহর এবং মানবজাতির শুভাকাঙ্খী, যাঁর অনুসরণে খোদাতাআলাকে লাভ করা যায়, অন্ধকার দূরীভূত হয়, এই জগতে প্রকৃত পরিত্রাণের চিহ্ন স্পষ্ট হয়"।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন মসীহ মাওউদ ও মাহদীয়ে মাহুদ হওয়ার দাবী করেন সেই সময় হতে আজ পর্যন্ত আহমদীয়াতের বিরোধীরা বা তথাকথিত ওলামা বা মোল্লারা বহু আপত্তি অপবাদ দিয়ে আসছে এবং অভিযোগ আরোপ করে আসছে এবং সর্ব বৃহৎ যে অভিযোগটি এরা করে থাকে তা হলো হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজেকে নাউজুবিল্লাহ আঁ হযরত (সাঃ) হতে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করেন এবং আঁ হযরত (সাঃ) সম্পর্কে কিছু কতিপয় এমন কথা বা বাক্য বলেছেন যা হতে তাঁর (সাঃ) এর সম্মানহানি হয় এবং এই একই অভিযোগ আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের উপর আরোপ করে থাকে। যে সমস্ত সৎ প্রকৃতির ব্যক্তিরা যখনই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর পুস্তক পড়েছেন বা জামাতের সাহিত্য ইত্যাদি পড়েছেন অথবা তাঁর (আঃ)এর বক্তব্য ইত্যাদি শুনেছেন তারা তৎক্ষণাৎ এ কথা অনুধাবন করে নেন যে এই সমস্ত তথাকথিত বিবাদী মোল্লারা শুধু বিবাদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য এই অভিযোগগুলি করে থাকে, এই কথাগুলি বলে।

এখন আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর কতক উদ্ধৃতির উল্লেখ করবো যা তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে বিদ্যমান। যখন তিনি 'বারাহিনে আহমদীয়া' রচনা করেন এবং তিনি (আঃ) যে শেষ পুস্তকটি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব অবধি লেখেন বা তার কিছুকাল পূর্ব অবধি, সেই পুস্তকটির উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো যেখানে তিনি আঁ হযরত (সাঃ) এর অবস্থান ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। 'বারাহিনে আহমদীয়া'য় তিনি এক স্থানে বলেন যে,-"এখন আকাশের নীচে কেবল একমাত্র নবী এবং একটিই গ্রন্থ আছে অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) যিনি সকল নবীদের মাঝে মাহাত্ম্যপূর্ণ এবং সর্বোৎকৃষ্ট এবং সকল রসূলদের মাঝে উত্তম ও সম্পূর্ণ এবং নবীগণের মোহর এবং মানবজাতির শুভাকাঙ্খী, যাঁর অনুসরণে খোদাতাআলাকে লাভ করা যায়, অন্ধকারের আবরণ দূরীভূত হয় এই জগতে প্রকৃত পরিত্রাণের চিহ্ন স্পষ্ট হয় এবং কোরআন শরীফ যা সত্য এবং সম্পূর্ণ উপদেশাবলী ও কার্যকারীতায় পরিপূর্ণ শিক্ষা নিহিত, যার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান এবং শিক্ষা অর্জন হয় এবং মানবীয় অপবিত্রতা হতে হৃদয় পবিত্র হয় এবং মানুষ মূর্খতা, অজ্ঞতা ও সন্দেহ-সংশয়ের আবরণ হতে পরিত্রাণ পেয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায় পর্যন্ত উপনীত হয়।" আবার বারাহিনে আহমদীয়ায় তিনি বলেন যে,- 'আর এই অধমও সেই মহান উৎকৃষ্ট নবীর অধম দাসদের মাঝে একজন, যে সৈয়দুল রসূল এবং সকল রসূলের নেতা যিনি'। এরপর ১৮৮৬ সনে নিজ রচনা 'সুরমা চশমায়ে আরিয়া' তে তিনি (আঃ) আঁ হযরত (সাঃ) এর অবস্থান বা পদমর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে,-'যেহেতু আঁ হযরত (সাঃ) অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, সূক্ষ্মদর্শীতা ও সত্যবাদিতা, খোদাভীরুতা ও খোদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও খোদার সহিত ভালবাসা ইত্যাদি সমস্ত অপরিহার্য্য গুণাবলীতে সকল নবীদের চেয়ে উত্তম এবং সর্বোৎকৃষ্ট, উন্নত, পরিপূর্ণ ও উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন এজন্য খোদাতাআলা সুগন্ধময় সিদ্ধতায় তাঁকে সবচেয়ে অধিক পরিপূর্ণ করেছেন এবং সেই হৃদয় ও বক্ষ যা সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বক্ষ ও হৃদয় হতে ভিন্নতর ও পবিত্রতর, কোমলতর ও উজ্জ্বলতর ছিল তার উপযুক্ত স্বাব্যস্ত করে যে, তাঁর উপর এমন দৈব বাণী অবতীর্ণ হতে পারে যা সমগ্র পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর অবতরণকৃত ঐশীবাণীগুলি হতে শ্রেষ্ঠতর, পরিপূর্ণ এবং উত্তম হয়ে আল্লাহতাআলার গুণাবলীকে দর্শন করার যোগ্যতা লাভ করে এক অতি পবিত্র- প্রশস্ত সুস্পষ্ট এবং বিস্তির্ণ দর্পন হয়।

আবার ১৮৯১ সনে নিজ রচনা 'তৌজিহে মরাম' এ ঐশী বাণীর অসীম পর্যায়ের উদ্গামের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,-"আর এই ভাবাবেগ কেবলমাত্র বিশ্বে এক ব্যক্তিরই প্রাপ্ত হয়েছে। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যে সত্তার দ্বারা মানবজাতির সমগ্র সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা শেষ হয় এবং মানবীয় শক্তি উৎকর্ষতায় পৌঁছায়, এবং তা প্রকৃতপক্ষে খোদার মানবসৃষ্টির পরম মার্গ যা উন্নতির সবচেয়ে চরম মার্গ (অর্থাৎ আল্লাহতাআলা সৃষ্ট যা কিছু মানবসৃষ্টি আছে তার যে শেষ পর্যায় আছে যদি তার অন্তিম সীমা অবধি রেখা টানা হয় তো তার চরম সীমা হবে) যা উচ্চতার সমগ্র স্তরের অন্তিম পর্যায়। (যা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল) তিনি বলেন যে,- ঐশী প্রজ্ঞার হাত তুচ্ছাতিতুচ্ছ সৃষ্টি হতে সবচেয়ে নিম্ন হতে নিম্নতর পর্যায়ের জীবের সৃষ্টির ধারাবাহিকতা আরম্ভ করে সেই উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে যার নাম অন্য শব্দে মোহাম্মদ হয় (সাঃ)। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, অত্যন্ত প্রশংসীত অর্থাৎ পরিপূর্ণ পরাকাষ্ঠার বিকাশস্থল। স্বভাবজাত দিক হতে এই নবীর পরম মর্যাদা যেমন ছিল অনুরূপভাবে উন্নতমার্গের ঐশীবাণীও তাঁকে দেওয়া হয়েছে, এবং সবচেয়ে উন্নত ভালবাসা তিনি লাভ করেছেন এটি সেই মহান মর্যাদা যা আমি (তিনি বলেন এই মহান মর্যাদা আমি অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং মসীহ

(অর্থাৎ ঈসা আঃ) দুজনেই এই মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছাতাম না।

আবার ১৮৯২-৯৩ সনের রচনাবলীতে যা রূহানী খাজায়েন এর পঞ্চম খন্ডে আছে, তা দুটি অংশে বিভক্ত, তার একটি অংশ 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' এ উর্দু এবং আরবী অংশ আছে তাতে আঁ হযরত (সাঃ)এর পদমর্যাদা সম্পর্কে তিনি (আঃ) বলেন যে,-'সেই উন্নত পর্যায়ের নূর বা জ্যোতি যা মানবকে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ পূর্ণ বা কামেল মাবনবকে, তা ফেরেস্তাদের মাঝেও ছিল না, নক্ষত্ররাজিতেও ছিল না, চন্দ্রেও ছিল না, সূর্যেও ছিল না, তা পৃথিবীর সমুদ্রে ও নদীতে ছিল না, তা মণি-মুক্তা বা পান্নাতেও ছিল না, অর্থাৎ এক কথায় পৃথিবীর কোন জিনিস বা গগনের কোন জিনিসে ছিল না, তা পূর্ণ মানবের মাঝে ছিল যার শ্রেষ্ঠতম বা পূর্ণতম, সর্বত্তম সুন্দর সত্তা হলেন আমাদের নেতা, সমগ্র নবীগণের নেতা, অমর জীবন প্রাপ্তগণের নেতা, মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম'।

এরূপে রূহানী খাজায়েন এর ৮ই খন্ডের 'আতমামুল হুজ্জা' এটিও ১৮৯৪ সনের, তিনি বলেন যে,-'সেই মানব যিনি সবচেয়ে অধিক পূর্ণ, এবং পরিপূর্ণ মানব ছিলেন, এবং পরিপূর্ণ উৎকর্ষ নবী ছিলেন, এবং পরিপূর্ণ কল্যাণের সহিত আসেন যার ফলে আধ্যাত্মিক উত্থান এবং বিচারসভার নিমিত্তে পৃথিবীর প্রথম বিচারদিবস সংগঠিত হয়েছে এবং এক মৃত জগত তাঁর আগমনের মাধ্যমে জীবিত হয়েছে, সেই আশিসমন্ডিত নবী হযরত খাতমুল আম্বিয়া, মনোনীতদের ইমাম, খাতমুল মুরসালিন, ফাখরুল নবীয়ীন, জনাব মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। হে প্রিয় খোদা! এই অতিপ্রিয় নবীর উপর সেই রহমত এবং দরূদ পাঠাও যা পৃথিবীর আদি থেকে তুমি কারুর উপর পাঠাওনি।" এভাবে ১৮৯৫ সনের তাঁর রচনায় 'আর্য ধর্ম' তে তিনি বলেন যে,- আমরা আমাদের সমস্ত গবেষণার ভিত্তিতে মাসুমদের অর্থাৎ নিরীহদের সর্দার এবং সেই সমস্ত পবিত্রদের নেতা মনে করি যারা নারীর পেট হতে জন্মলাভ করেছেন, এবং তাঁকে নবীগণের মোহর মনে করি কারণ তাঁর উপর সমস্ত নবুয়ত ও সমস্ত পবিত্রতা এবং সমস্ত পরাকাষ্ঠা পরম মার্গে উপনীত হয়েছিল। আবার তিনি (আঃ) ১৮৯৭ সনে তাঁর রচনা 'সিরাজুল মুনীর' এতে এক স্থানে বলেন যে,- 'আমরা যখন ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিতে দেখি, তো সমস্ত নবুয়তের ধারাবাহিকতার মাঝে সর্বত্তম পর্যায়ের নবীন সুপুরুষ নবী, জীবন্ত নবী খোদাতাআলার উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবী কেবল এক পুরুষকেই আমরা জানি অর্থাৎ সেই নবীদের নেতা, রসূলদের গৌরব, সকল প্রেরীত পুরুষদের মাথার মুকুট, যাঁর নাম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যাঁর ছত্রছায়ায় দশটি দিন অতিবাহিত করলে সেই জ্যোতি লাভ করা যায় যা তাঁর পূর্বের হাজার বৎসর পর্যন্ত পাওয়া সম্ভবপর ছিল না।'

এরূপে ১৮৯৮ সনের তাঁর এক রচনা 'কিতাবুল বারিয়া' তে এক স্থানে তিনি বলেন যে,- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিদর্শন এবং অলৌকিক চিহ্নাবলী দুই প্রকারের। একটি হোল সেটি যা তাঁর জনাবের পক্ষ হতে বা তাঁর চেষ্টায় বা কর্মে বা তাঁর দোয়ার ফলশ্রুতিতে প্রকাশ পেয়েছে এবং এমন অলৌকিক চিহ্নাবলী বা নিদর্শনাবলী সংখ্যার দিক হতে অন্তত: তিন হাজার হবে। অপর অলৌকিকতার মাঝে যা তাঁর (সাঃ)এর উম্মতের বা অনুসারীদের মাধ্যমে সদা প্রকাশ পেতে থাকে এবং এরূপ চিহ্নাবলী লক্ষের অধিক পৌঁছে গেছে এবং এমন কোন যুগ অতিবাহিত হয় নি যাতে এমন চিহ্ন বা নিদর্শন প্রকাশ পায়নি। সুতরাং এ যুগে এই অধমের মাধ্যমে খোদাতাআলা এই চিহ্ন প্রদর্শন করছেন। এই সমস্ত চিহ্নাবলী বা নিদর্শনাবলী যার ধারা কোনও যুগে বন্ধ হয়নি। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে খোদাতাআলার সবচেয়ে বড় নবী এবং সবচেয়ে প্রিয় নবী আঁ জনাব হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম, কারণ অন্যান্য নবীগণের অনুসারীরা এক প্রকার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে এবং শুধুমাত্র অতীতের গল্প ও কাহিনী তাদের নিকট রয়ে গেছে পরন্তু এঁর অনুসরণকারীরা সর্বদা খোদাতাআলার পক্ষ হতে নিত্যনূতন নিদর্শন লাভ করে আসছে, খোদাতাআলা প্রতিটি যুগে সেই পরিপূর্ণ ও পবিত্র নবীর চিহ্ন দেখানোর নিমিত্তে কোন কোন প্রেরিতকে পাঠিয়েছেন আর এ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ এর নামে আমাকে প্রেরণ করেছেন। আবার ১৯০০ সনে নিজ পত্রিকা 'আরবায়িন' প্রথম নম্বরে যা রূহানী খাজায়েন এর ১৭ নম্বর খন্ড তাতে তিনি বলেন যে,- 'আমি সত্য সত্যই বলছি যে, এ ধরাতে সেই একমাত্র পরিপূর্ণ মানবের আগমন হয়েছিল যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ও দোয়াগুলির পূর্ণতা লাভ করা এবং অন্যান্য অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রকাশ পাওয়া এমন একটি বিষয় যা এখন পর্যন্ত উম্মতের সত্য অনুসারীদের মাধ্যমে নদীর মত প্রবাহিত হচ্ছে। ইসলাম ছাড়া সেই ধর্ম কোথায় আছে যা এই ধরনের চরিত্র ও শক্তি নিজের মধ্যে রাখে এবং সেই মানুষ কোথায় এবং কোন দেশে থাকে যারা ইসলামী আশিস বা কল্যাণরাজি ও নিদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।'

আবার ১৯০২ এর নিজ লেখনী 'কিশতিয়ে নূহ' তে তিনি বলেন যে,- মানবজাতির জন্য ভূ-পৃষ্ঠে এখন কোরআন ব্যতীত কোন গ্রন্থ নেই। সমগ্র আদম সন্তানের জন্য মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কোন রসূল এবং শাফায়াতকারী বা সুপারিসকারী নেই, তাই তোমরা সচেষ্ট হও এই মহামহিম গৌরবান্বিত নবীর সহিত সত্য প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে, তাঁর উপর কাউকে প্রাধান্য দিও না, যাতে আকাশে তুমি মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হও'। এরূপে ১৯০২ সনের একটি রচনা 'নাসিমে দাওয়াত' এ তিনি বলেন যে,- 'এই কাদের এবং সত্য ও পূর্ণ খোদাকে আমাদের আত্মা এবং আমাদের দেহের প্রতিটি বিন্দু সিজদা করে, যার হস্ত হতে প্রত্যেকটি বিন্দু প্রতিটি জীবের তাদের সকল শক্তিবৃত্তিসহ প্রকাশিত হয়েছে এবং যার সত্তার দ্বারা প্রত্যেকে সত্তা লাভ করেছে এবং কোন বিষয় না তার অবগতির বাইরে আর না তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, এবং তার সৃষ্টির গন্ডির উর্দ্ধেও নেই। সহস্র সহস্র দরূদ এবং সালাম এবং কল্যাণরাজি সেই পবিত্র নবী মোহাম্মদ মুস্তফা (সা:) এর প্রতি বর্ষিত হোক যার মাধ্যমে আমরা সেই জীবন্ত খোদাকে পেয়েছি, অর্থাৎ সেই আমাদের সত্য খোদা যে সমস্ত কল্যাণরাজির মালিক এবং অফুরন্ত শক্তির অধিকারী এবং অশেষ সৌন্দর্য্যের মালিক ও অশেষ অনুগ্রহকারী, তিনি ব্যতীত আর কোনও খোদা নেই। আর

এই খোদাকে আমরা আঁ হযরত (সাঃ) এর মাধ্যমে লাভ করেছি। এরূপে ১৯০৩ সনের রচনা 'লেকচার শিয়ালকোট' এ তিনি বলেন যে,- 'এই সমস্ত বিকৃতি যা সব ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে যার মাঝে কতক উল্লেখেরও যোগ্য নয় এবং যা মানবীয় পবিত্রতারও বিপক্ষে যায়, এই সব লক্ষণাবলী ইসলামের প্রয়োজনীয়তার দিকেই ইঙ্গিত করে। (পুরাতন ধর্মগুলিতে যে বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছিল তা এজন্য যে, ইসলামের আসার প্রয়োজন ছিল) তিনি বলেন,- 'এক বুদ্ধিমানকে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে ইসলামের আগমনের কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত ধর্মে বিকৃতি অনুপ্রবেশ করেছিল এবং আধ্যাত্মিকতাকে হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম সত্য প্রকাশের জন্য সর্বন্নত সংস্কারক বা মোজাদ্দেদ ছিলেন, যিনি হারিয়ে যাওয়া সত্যকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন, এই গর্বে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের সহিত কোন নবীর তুলনা নেই যে তিনি সমগ্র বিশ্বকে এক অমানিষার মাঝে এনেছেন এবং তাঁর আগমনে সেই অমানিষা আলোকে পরিবর্তিত হয়েছে।

এরপর ১৯০৫ সনে তাঁর রচনা 'বারাহিনে আহমদীয়া'র পঞ্চম খন্ডে তিনি বলেন যে,- 'সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতা সেই পরম করুণাময় খোদার, যিনি এমন ধর্ম আমাদের প্রদান করেছেন যা খোদার তাক্বওয়া ও খোদাকে পাওয়ার এমন মাধ্যম এমন দৃষ্টান্ত যা অন্য কোন যুগে দেখা যায়নি। এবং সহস্র দরূদ সেই নিষ্পাপ নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি যাঁর কল্যাণে আমরা সেই পবিত্র ধর্মে অন্তর্ভূক্ত হয়েছি। এরূপে সহস্র সহস্র রহমত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাদের প্রতি যাঁরা নিজেদের রক্ত দ্বারা এই বাগানের জলসেচন করে গেছেন'।

এরপর ১৯০৭ সনে তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'হকীকাতুল ওহী' যাতে তিনি বলেন যে,- 'আমি সবসময় বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখি যে, এই আরবী নবী যাঁর নাম মোহাম্মদ, সহস্র সহস্র দরূদ আর সালাম তাঁর প্রতি, কত সুমহান মর্যাদাসম্পন্ন নবী তিনি, তাঁর উচ্চ মর্যাদার স্থান চিহ্নিত করার কথা ধারণাই করা সম্ভব নয় এবং তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক প্রভাবের অনুমান করা মানবজাতির কর্ম নয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, যেভাবে তাঁর মর্যাদা ও স্থানকে অনুধাবন করা উচিৎ ছিল সেইভাবে করা হয়নি। সেই একত্ববাদ যা পৃথিবী হতে দূরীভূত হয়েছিল সেই একমাত্র পালোয়ান যিনি পুনরায় তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনেন। তিনি খোদার সহিত অন্তিম পর্যায়ের প্রেম করেছেন এবং অন্তিম পর্যায়ে মানবজাতির সহিত সহানুভূতিতে নিজ প্রাণের আহুতি দিয়েছেন, এজন্য খোদা যিনি তাঁর হৃদয়ের অনুভূতিকে জানতেন তাঁকে সমস্ত প্রেরিতদের ও সমস্ত নবীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর প্রাধান্যতা দান করেন এবং সেই সাথে তাঁর সমস্ত আকাঙ্খিত সকল প্রত্যাশা তাঁর জীবিতকালেই পূরণ করেন। তিনিই ছিলেন সমগ্র কল্যাণের উৎস এবং সেই ব্যক্তি যে তাঁর কোন প্রকার কল্যাণ বা ফয়েজের স্বীকার না করে কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে সে মানুষ নয় শয়তানের বংশধর।'

আবার তিনি ১৯০৮ সনের নিজ রচনা 'চশমায়ে মারফাত' এ বলেন যে,- 'পৃথিবীতে কোটি কোটি এরূপ পুণ্য স্বভাবের ব্যক্তিত্ব অতিবাহিত হয়েছেন এবং পরবর্তিতেও আসবেন কিন্তু আমরা সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বন্নত ও সর্বগুণসম্পন্ন সেই খোদার সুপুরুষকে পেয়েছি যাঁর নাম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ সেই জাতিগুলির পুণ্যবানদের বা বুজুর্গদের উল্লেখ বাদ দেওয়া যাক, যাদের সম্পর্কে কোরআন শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়নি শুধুমাত্র আমরা সেই নবীগণের সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করি যার উল্লেখ কোরআন শরীফে আছে। যেমন হযরত মুসা, হযরত দাউদ, হযরত ঈসা আলায়হে ওয়াসাল্লাম, এবং অন্যান্য নবীগণ তাই আমরা খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, যদি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে না আসতেন এবং কোরআন শরীফ অবতীর্ণ না হোত এবং সেই কল্যাণরাজি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করতাম যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তাহলে সেই সমস্ত অবতার নবীগণের সত্যতা আমাদের সম্মুখে সন্দেহের গন্ডিতে থেকে যেত'।

আবার 'চশমায়ে মারফাতে' তিনি বলেন যে, 'এখন চিন্তা করা উচিৎ যে এই সম্মান কি, এই উচ্চতা কি, এই গরিমা কি, আকাশ হতে এই সহস্র নিদর্শন, এই খোদার সহস্র কল্যাণধারা মিথ্যাবাদী পেয়ে থাকে কি? আমরা গর্বিত যে, যে নবী (আঃ)এর আমরা বাহু ধরেছি তাঁর সহিত খোদার বড়ই কৃপা আছে। সে খোদা তো নয় কিন্তু তাঁর মাধ্যমে আমরা খোদাকে দর্শন করতে পেরেছি। তাঁর ধর্ম যা আমরা লাভ করেছি খোদার শক্তির দর্পন সেটি। যদি ইসলাম না থাকতো তবে এই যুগে এই কথাটি অনুধাবন করা অসম্ভব ছিল যে নবুয়ত কি বস্তু? এবং অলৌকিকতা বা মোজেজাও কি এযুগে হওয়া সম্ভব এবং সেটি কি বিধির বিধানের অন্তর্গত? এই বিশ্বাসকে এই নবীর চিরস্থায়ী কৃপা অর্জন করেছে এবং তাঁর মাধ্যমে এখন আমরা অন্যান্য জাতির ন্যায় কেবল কাহিনী অবলম্বন করি না বরং আকাশ হতে অবতীর্ণ খোদার জ্যোতি ও খোদার সাহায্য আমাদের সাথে আছে। আমরা কি বস্তু যে সেই কৃতজ্ঞতাকে স্বীকার করতে পারে, সেই খোদা যিনি অন্যদের নিকট গুপ্ত, এবং সেই গুপ্ত শক্তি যা অন্যদের মধ্যে পর্দার পর পর্দা অন্তরায় হয়ে আছে। সেই অন্তর্যামী শক্তিশালী খোদা কেবলমাত্র এই নবী করীমের মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছেন। সুতরাং এই সকল ওলামাদের তাঁর (আঃ)এর উপর এই আপত্তি যে কি কারণে আল্লাহতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে আঁ হযরত (সাঃ)এর প্রকৃত অনুসরণ ও ভালবাসার দরূণ বাক্যালাপ করেছেন। আল্লাহতাআলা তাঁকে কেন নিজের সান্নিধ্য দান করেছেন। অতএব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অথবা আহমদীয়া জামাতই নয় বরং এই সমস্ত নামধারী ওলামারা এই অভিযোগের ভিত্তিতে বলে থাকে যে এখন আর নবী করীম (সাঃ)এর কল্যাণধারা বহমান নয়। নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহতাআলার শক্তিসমূহ ও

গূণাবলী সীমিত হয়ে গিয়েছে। তাই যদি অভিযোগ তোলে তো তাদের উপর অভিযোগটি বর্তায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, 'আল্লাহতাআলার ক্ষমতাগুলি এখনও প্রকাশিত হয়'।

এরূপে 'চশমায়ে মারফতে'-ই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আঁ হযরত (সাঃ) এর পদমর্যাদা ও অবস্থান এবং তাঁর কল্যাণধারার উল্লেখ করে বলেন যে,- 'আমাদের পুণ্যবান নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন তখন এক মহা বিপ্লব পৃথিবীতে সাধিত হোল এবং কিছু দিনের মধ্যেই যে আরব দ্বীপ যেখানকার মানুষেরা মূর্তিপূজা ছাড়া কিছুই জানতো না এক সমুদ্রের ন্যায় খোদার একত্ববাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। অথচ এক অদ্ভুত বিষয় এটি ছিল যে আমাদের সৈয়দ ও মৌলা আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর যে পরিমাণে খোদাতাআলার পক্ষ হতে চিহ্নাবলী ও মোজেজা বা অলৌকিক নিদর্শনাবলী অর্জন হোল তা কেবলমাত্র সেই যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না বরং কেয়ামত বা বিচারদিবস অবধি তার ধারাবাহিকতা প্রবহমান এবং প্রারম্ভিক যুগে যে কেউ নবী হতেন তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নবীর উম্মত হিসাবে পরিচিত হতেন না, বরং তাঁর ধর্মের সাহায্য প্রদান করতেন মাত্র এবং তাঁকে সত্যবাদী আখ্যায়িত করতেন কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) কে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয় যে তিনি এই অর্থে খাতামুল আম্বিয়া বা নবীগণের মোহর কারণ এক প্রকার সমস্ত নবুয়তের পূর্ণতা তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হোল তাঁর পর কোন নূতন শরীয়তধারী নবীর আগমন হবে না এবং এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মত বা অনুসারীদের বহির্ভূত বরং প্রত্যেকে যারা এই খোদার সহিত বার্তালাপের সুযোগ অর্জন করে, সে তাঁর কল্যাণ ও তাঁরই মাধ্যমে লাভ করে থাকে এবং তাঁরা চিরস্থায়ী বা স্বাধীন নবী নয় বরং উম্মতি আখ্যায়িত হয়।

সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)ও আল্লাহতাআলার নিকট হতে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে উম্মতি নবী হওয়ার ঘোষণা প্রদান করে দেন। আবার তিনি বলেন যে,- 'আর এই যে মানুষের এদিকে অভিগমন এবং গ্রহণের যে অবস্থা তা আজ কমপক্ষে কুড়ি কোটি মুসলমান (হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এটি সেই সময়ের সংখ্যা বলছেন যা তাঁর সময়ে ছিল) তাঁর (আঃ)এর দাসত্বে ঐক্যবদ্ধরূপে দন্ডায়মান এবং যখন হতে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন বড় বড় দুর্দান্ত বাদশাহ যারা এক পৃথিবীকে জয় করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পদতলে তুচ্ছ ভৃত্যের ন্যায় পড়ে থাকে এবং সেই সময়ের ইসলামী বাদশাহও নীচ ক্রীতদাসের ন্যায় আঁ জনাব এর দাসত্বে নগন্য মনে করেন এবং নাম নেওয়ার সময় আসন হতে নিম্নে নেমে আসে। এই মোকাম তিনি বর্ণনা করছেন এবং এই যে অভিযোগ তাঁর উপর যে তিনি নাউযুবিল্লাহ অন্যান্য মুসলমানদের মুসলমান মনে করেন না। তিনি তো বলেন যে,- 'সমগ্র বিশ্বের মুসলমান যারা আছেন তারা তাঁর (আঃ) এর দাসত্বে গর্ববোধ করেন শুধু আহমদীই নয়। অতএব এই সেই মর্যাদা ও স্থান আঁ হযরত (সাঃ) এর যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বুঝেছিলেন এবং বিশ্বকে বুঝিয়েছিলেন এবং তাঁর মান্যকারীদের এই অনুভূতি বা চেতনা প্রদান করলেন যে আমরা যদি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)মান্যকারী না হতাম তাহলে আঁ হযরত (সাঃ) এর সৌন্দর্য্য ও প্রাধান্যতা এবং উচ্চ গৌরবান্বিত মর্যাদার গভীরতা আমরা কখনও অনুধাবন করতে পারতাম না। বিরোধীরা বলে থাকে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রথমে ভিন্ন কথা বলতেন এবং পরবর্তীতে নিজ চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করেন এবং নাউযুবিল্লাহ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে থাকেন। এই সমস্ত রচনাবলী যা আমি ১৮৮০ হতে ১৯০৮ পর্যন্ত যেটি তাঁর মৃত্যুর বছর, উপস্থাপন করলাম সেই সমস্ত রজনাবলীতে কোথাও কোনও স্থানে এমন বিবৃতি নেই যা একে অপরের সহিত সামঞ্জস্য রাখে না। প্রত্যেকটি স্থানে আঁ হযরত (সাঃ) এর পদমর্যাদা ও উচ্চস্থানকে পূর্ব হতে অধিক বর্ধিত করে বর্ণনা করেছেন। নিজেকে যদি কোনও স্থানে নবী আখ্যা দিয়েছেন তাও তাঁর (সাঃ)এর দাসত্বে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহতাআলা এই সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকারীদের কবল হতে উম্মতে মুসলেমাদের রক্ষা করুন এবং এটি আঁ হযরত (সাঃ)এর নিবেদিত প্রাণ ও দাসকে মান্যকারী হোক এবং এটিই একটি পন্থা এবং এটিই একটি মাধ্যম যা উম্মতে মুসলেমার খ্যাতি বা সুনামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আল্লাহতাআলা আমাদেরও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর পুস্তক ও রচনাগুলিকে পাঠ করার এবং সেগুলিকে অনুধাবন করার সৌভাগ্য দান করুন এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর মাধ্যমে আমাদেরও আল্লাহাতাআলা পর্যন্ত পৌঁছাবার সঠিক চেতনাও প্রদান করুন এবং সৌভাগ্যও প্রদান করুন। আমিন

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 18th December, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA